DEC. 0 4 1999

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ DEC 04 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

হরতালের কারণে দেড় লাখ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থী বিপাকে

ইলিয়াস খান

হরতালের কারণে এবার দেশের প্রায় দেড় লাখ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে। পরীক্ষার আগের দু'দিন হরতাল থাকায় জেলা শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা নিয়ে অভিভাবকরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন।

আগামী ৭ ও ৮ ডিসেম্বর দেশব্যাপী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা (৮ম শ্রেণী) অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘদিন আগে রুটিন ঘোষণা করায় ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সব সময় জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলের পরীক্ষার্থীরা সাধারণত এক দিন আগে এসে কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কিংবা হোটেলে অবস্থান করে। এসব পরীক্ষার্থীর সাথে শুধু অভিভাবকরাই নন, শিক্ষকরাও এসে থাকেন। শিক্ষক, অভিভাবকরা থাকায় সব মিলিয়ে

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

হরতালের কারণে

(প্রথম পাতার পর)

হোটেলে থেকে পরীক্ষা দেয়া অনেকটা ব্যয়বহুল। কিন্তু এ বছর পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। বিরোধী দল হরতাল ঘোষণা করায় কমপক্ষে তাদেরকে তিন দিন আগে জেলা সদরে আসতে হবে। কেননা পরীক্ষার ঠিক আগের দু'দিন ৫ ও ৬ ডিসেম্বর হরতাল ঘোষণা করা হয়েছে। হরতালের মধ্যে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোন গ্রাম বা থানা সদর থেকে অভিভাবকরা জেলা সদরে আসার ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এ বিষয়ে জনকণ্ঠের পাঠকরা ফোন করে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

দেশব্যাপী পরীক্ষা হলেও পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের। ফলে তাদের সবাইকেই পরীক্ষা কেন্দ্রে আসার ঝামেলা পোহাতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোহাম্মদ ইব্রাহিম জানান, ৮টি অঞ্চলের মাধ্যমে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। অঞ্চলগুলো হচ্ছে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা। এসব অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ইচ্ছা করলে গ্রামাঞ্চলেও পরীক্ষা কেন্দ্র দিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দেয়া হয় না। তিনি বলেন, গত বছর সারা দেশে ১ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ বছরের মোট সংখ্যা এখনও আমরা পাইনি। তবে প্রতি বছরই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ে। ধারণা করা হচ্ছে এ বছর প্রায় দেড় লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। উদ্ভূত সমস্যার কারণে পরীক্ষা স্থগিত কিংবা তারিখ পুনর্নির্ধারণের সম্ভাবনা আছে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপিকা নাইয়ার সুলতানা বলেন, না সে সুযোগ আর নেই। কেননা শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। এরপর দু'দিন হরতাল। কাজেই বৈঠক না করে তো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।